দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আড়াই হাজার কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি ঢাকার মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক মহড়ায় বক্তৃতা করেন (শনিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১)। –পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আড়াই হাজার কোটি টাকার উদ্ধার সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। একই সঙ্গে চারটি হেলিকপ্টার এবং চারটি হোভারক্রাফটও ক্রয় করা হবে। এ ছাড়া বিভাগীয় এবং জেলা শহরসমূহের জন্য ৬৫ ও ৫৫ মিটার উচ্চতায় উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর লক্ষ্যে ৬০টি উন্নত মানের লেডার ক্রয় করা হবে। তিনি বলেন, যেকোনো দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে উন্নত দেশের মতো সক্ষমতা অর্জনে সরকার কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক মহড়ায় বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলা অনেকটাই সহজ হয়। গত বছর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড হলেও বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কারণ, সেখানে অগ্নিকাণ্ডের এক মাস পূর্বে সচেতনতামূলক মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশের মানুষজনকে অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতন করার লক্ষ্যে সারা দেশে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। বস্তিগুলোর টিনের ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর ঘর ভেঙে তার পরিবর্তে সেখানে মাল্টিস্টোরিড ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কার্যক্রম শুরু করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এখন উন্নয়নের ট্রেনে, যা যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে।

এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ এখন এশিয়ার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে

adpc

শুধু উন্নয়নেই নয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাতেও বিশ্বে রোল মডেল দেশ বাংলাদেশ। বাঙালির স্বাধিকারের, স্বপ্নের স্বাধীনতার মাসে ইতিহাসের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যখন যুগপৎভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তখনই যুক্ত আরো একটি সুসংবাদ। দুর্যোগ মোকাবিলায় ধারাবাহিক সাফল্যের দৌলতে এবার এশিয়া দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্রের (এডিপিসি) মর্যাদাপূর্ণ নেতৃত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ।

প্রথমবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ এই পদে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন। সম্প্রতি কেন্দ্রটির দ্বিতীয় সভায় আগামী এক বছরের জন্য তাঁর হাতেই নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড তুলে দিয়েছে বোর্ড অব ট্রাস্টি। চীন, ভারত, পাকিস্তানসহ ২৪টি দেশের মধ্য থেকে এশিয়া দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্রের গুরুদায়িত্বে বাংলাদেশের এই সচিবের দায়িত্বভার গ্রহণকে মুজিববর্ষে দেশের জন্য এক বিরল সম্মান হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সেখানকার জনসাধারণ ও বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এশিয়া দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র (এডিপিসি) প্রতিষ্ঠিত। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে এডিপিসির সদর দপ্তর গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কায় রয়েছে এই কেন্দ্রের আঞ্চলিক অফিস। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ ও সম্প্রদায়কে ডিআরআর (দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস) ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ডিআরআর ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সক্ষমতা তৈরিতে বন্যা, ভূমিধস, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, খরাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতিরোধী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সেবাও দিয়ে আসছে এডিপিসি। একই সঙ্গে ক্রস-সেক্টরাল প্রজেক্ট ক্ষেত্র বিকাশ ও প্রয়োগেও কাজ করছে এই কেন্দ্র।

বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্রের (এডিপিসি) সদস্য দেশসমূহ হচ্ছে চীন, ভারত, কম্বোডিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। এ ছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে (রিজিওনাল কনসালটেটিভ) আঞ্চলিক পরামর্শক কমিটিতে রয়েছে আফগানিস্তান, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কাজাখস্তান, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, দক্ষিণ কোরিয়াসহ ১৬টি দেশ।

Scanned with CamScanner

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রোল মডেল

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৭৫ সালে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তা স্তিমিত হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হয়েও আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'রোল মডেল' হিসেবে গণ্য।

প্রতিমন্ত্রী ৬ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'Bangladesh towards Cyclone Resilience through the legacy of Bangabandhu and Sheikh Hasina' শীর্ষক সেমি-ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম এবং অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭০ সালে এই ভূখণ্ডে আঘাত হানে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। এই দুর্যোগের ব্যাপারে আগাম কোনো সতর্কতাই দেয়নি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। আর এই ঝড় চলে যাওয়ার পর ত্রাণ ও উদ্ধার কাজেও সেভাবে কোনো উদ্যোগ নেয়নি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। এই ঘূর্ণিঝড়ে শোষক পাকিস্তানিদের তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি চরম অবহেলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার কারণে ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। সেটি ছিল স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় ১৯৭০ সালের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড ছেড়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় এবি তাজুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার পর উপকূলীয় অধিবাসীদের জানমাল ও সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটিকে সরকারি কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবেই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) পরিপূর্ণভাবে যাত্রা শুরু করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিকশিত হয়েছে।

প্রধান আলোচক তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে বিপন্ন মানুষের কল্যাণে যে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ও নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশকে একটি দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের এই সাফল্যের কৌশল জানতে বিশ্ব মহলও উন্মুখ।

সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, সিপিপির ৭৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে আগাম দুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রচার, অপসারণ ও উদ্ধার, ২০১২ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক কাঠামো, বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণ, দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি, নদী এবং উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, মহামারি করোনা মোকাবিলা প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনের এই প্রয়াস আজ বিশ্বমহলে প্রশংসিত।

Scanned with CamScanner